Six Points Programme (1966)

mujib's proposal & reason → six points → reactions,threats & opposition of pakistan leaders, ayub khan, monem khan → impacts of six points movement → Roles of Mujib

The six point movement

The six point movement was a movement in the then East Pakistan, spearheaded by Sheikh Mujibur Rahman, which called for greater autonomy(স্বায়ত্তশাসন) for the eastern part of Pakistan. The six-point movement is a milestone (মাইলফলক) in the history of our struggle for independence. The six point declaration has been widely credited as the "charter of freedom"(স্বাধীনতার সনদ) in Bangladesh's struggle for **autonomy** from Pakistan's domination. It was the turning point in Bangladesh's quest (অনুসন্ধান) for independence.

Opposition leaders in West Pakistan called for a national conference on February 6, 1966 to assess (মূল্যায়ন) the trend of post-Taskent politics. On February 4, Sheikh Mujibur Rahman, along with some members of Awami League, reached Lahore to attend the conference. The next day on February 5, he placed six points before the meeting of committee and urged to include the issue in next day conference. The proposal was rejected and Sheikh Mujibur Rahman was identified as separatist. On February 6, Bangabandhu boycotted the conference. On February 21, six points proposal was placed before the meeting of the working committee of Awami League and the proposal was accepted unanimously.পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী নেতারা 6 ফেব্রুয়ারী, 1966 তারিখে টাস্কেন্ট-পরবর্তী রাজনীতির প্রবণতা মূল্যায়নের জন্য একটি জাতীয় সম্মেলনের আহ্বান জানান। ৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের কয়েকজন সদস্যসহ সম্মেলনে যোগ দিতে লাহোরে পৌঁছান। পরদিন ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি বিষয় কমিটির বৈঠকে ছয় দফা পেশ করেন এবং পরের দিনের সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু সম্মেলন বয়কট করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী

লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

Reason

The **reason for proposing six points** was **to end Master-slave rule(**প্রভু-দাস শাসন**) in Pakistan**. Following the partition of India, the new state of Pakistan came into being. The inhabitants of East Pakistan (later Bangladesh) made up the majority of its population, and exports from East Pakistan (such as jute) were a majority of Pakistan's export income. However, East Pakistanis did not feel they had a proportional share of political power and economic benefits within Pakistan.ছয় দফা প্রস্তাবের কারণ ছিল পাকিস্তানে প্রভু-দাস শাসনের অবসান। ভারত ভাগের পর নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হয়। পূর্ব পাকিস্তানের (পরবর্তীতে বাংলাদেশ) অধিবাসীরা এর জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ, এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে রপ্তানি (যেমন পাট) পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। যাইহোক, পূর্ব পাকিস্তানিরা মনে করেনি যে তাদের পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক সুবিধার আনুপাতিক অংশ রয়েছে।

A statistical overview of economic discrimination is shown in this table:

statistical overview of economic discrimination is shown in this table:

Year	Spending on West Pakistan (in crore rupees)	Amount spent on West as percentage of total	Spending on East Pakistan (in crore rupees)	Amount spent on East as percentage of total
% of total population		36.23		63.77
1950–55	1,129	68.31	524	31.69
1955–60	1,655	75.95	524	24.05
1960–65	3,355	70.5	1,404	29.5
1965–70	5,195	70.82	2,141	29.18
Total	11,334	71.16	4,593	28.84

Source: Reports of the Advisory Panels for the Fourth Five Year Plan 1970–75, Vol. I, published by the planning commission of Pakistan (quick reference: crore = 10^7, or 10 million)

East Pakistan was facing a critical situation after being subjected to continuous discrimination on a regional basis,year after year. As a result, the economists, intelligentsia, and the politicians (অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা) of East Pakistan started to raise questions about this discrimination, giving rise to the historic six-point movement. The six points are:

- The Constitution should provide for a Federation of Pakistan based on the Lahore Resolution, and the parliamentary form of government with supremacy of a Legislature directly elected on the basis of universal adult franchise.সংবিধানে

লাহোর রেজোলিউশনের ভিত্তিতে পাকিস্তানের একটি ফেডারেশন এবং সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচিত আইনসভার আধিপত্য সহ সংসদীয় সরকার গঠনের ব্যবস্থা করা উচিত।

- The federal government should deal with only two subjects ➖
  1. Defence
  2. Foreign Affairs

and all other residual subjects should be vested in the federating states.ফেডারেল সরকারের শুধুমাত্র দুটি বিষয়ের সাথে মোকাবিলা করা উচিত: প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক, এবং অন্যান্য সমস্ত অবশিষ্ট বিষয়গুলি ফেডারেটিং রাজ্যগুলিতে ন্যস্ত করা উচিত।

- Two separate, but freely convertible currencies for two wings should be introduced; or if this is not applicable, there should be one currency for the whole country, but effective constitutional laws should be introduced to stop the flight of capital from East to West Pakistan. Furthermore, a separate Banking Reserve should be established and separate **fiscal and monetary policy** be adopted for East Pakistan.দুটি পৃথক, কিন্তু দুটি উইংয়ের জন্য অবাধে পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা চালু করা উচিত; অথবা যদি এটি সম্ভব না হয়, তবে সারা দেশের জন্য একটি মুদ্রা থাকা উচিত, তবে পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজির উড্ডয়ন বন্ধ করার জন্য কার্যকর সাংবিধানিক বিধান চালু করা উচিত। তদ্ব্যতীত, একটি পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভ স্থাপন করা উচিত এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক রাজস্ব ও মুদ্রানীতি গ্রহণ করা উচিত।

- The power of taxation and revenue collection should be vested in the federating units and the federal centre(government) would have no such power. The federation would be entitled to a share in the state taxes to meet its expenditures.কর ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ফেডারেটিং ইউনিটের হাতে ন্যস্ত করা উচিত এবং ফেডারেল কেন্দ্রের এ ধরনের কোনো ক্ষমতা থাকবে না। ফেডারেশন তার ব্যয় মেটাতে রাজ্যের করের অংশের অধিকারী হবে।

- There should be two separate accounts for the foreign exchange earnings of the two wings; the foreign exchange requirements of the federal government should be met by the two wings equally or in a ratio to be fixed; indigenous products (দেশীয় পণ্য) should move free of duty between the two wings, and the constitution should empower the units to establish trade links with foreign countries.দুটি শাখার বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের জন্য দুটি পৃথক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে; ফেডারেল সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা দুটি উইং দ্বারা সমানভাবে বা একটি অনুপাতে স্থির করা উচিত; দেশীয় পণ্য দুটি শাখার মধ্যে শুল্কমুক্তভাবে চলাচল করা উচিত এবং সংবিধানের ইউনিটগুলিকে বিদেশী দেশের সাথে বাণিজ্য সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

- East Pakistan should have a separate military or paramilitary force, and Navy headquarters should be in East Pakistan.পূর্ব পাকিস্তানের একটি পৃথক সামরিক বা আধাসামরিক বাহিনী থাকা উচিত এবং নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে হওয়া উচিত।

The mainstream (মূলধারা) political leaders of the opposition parties in Pakistan were not even willing to discuss the merits or demerits of the proposed six-point formula for ensuring greater provincial autonomy(স্বায়ত্তশাসন) for the east Pakistan. In fact, no West Pakistani political leader was willing to lend any support to Sheikh Mujibur Rahman's demand for maximum provincial autonomy (স্বায়ত্তশাসন) based on the proposed six-point formula.পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলির মূলধারার রাজনৈতিক নেতারা পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের জন্য বৃহত্তর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তাবিত ছয় দফা সূত্রের গুণ বা ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতেও রাজি ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো রাজনৈতিক নেতা প্রস্তাবিত ছয় দফা সূত্রের ভিত্তিতে সর্বাধিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের দাবিতে কোনো সমর্থন দিতে রাজি ছিলেন না।

Reaction of the then dictatorial regime to the six-point plan

Instead of endorsing(সমর্থন) or discussing the six-point formula, the self-declared champions of restoration(পুনরুদ্ধার) of democracy in the then Pakistan had deliberately(ইচ্ছাকৃতভাবে) launched a **vile propaganda(জঘন্য অপপ্রচার) campaign against Sheikh Mujibur Rahman.T**he propaganda was essentially characterised by falsehoods, **hypothesis**, **malformation (**মিথ্যা, অনুমান, বিকৃতি**).** In fact, the six-point proposal received frontal attack even from most of the Pakistani political parties at a time when they were demanding for establishing pure democracy in Pakistan.ছয় দফা সূত্রে সমর্থন বা আলোচনার পরিবর্তে তৎকালীন পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের স্বঘোষিত চ্যাম্পিয়নরা ইচ্ছাকৃতভাবেশেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে একটি জঘন্য অপপ্রচার চালায়। ছয় দফা পরিকল্পনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রবক্তা। নিঃসন্দেহে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারটি মূলত স্পষ্ট মিথ্যা, অনুমান, বিকৃতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, ছয় দফা প্রস্তাবটি এমনকী পাকিস্তানে শুদ্ধ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের প্রবীণ পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকেও সম্মুখ আক্রমণ পেয়েছিল।

As noted by Dr. Md. Abdul Wadud Bhuyain, "the **Ayub** regime's policy towards the six -point demand of the Awami League was one of total suppression. It showed once again that the regime failed to respond to the political demand "ডাঃ মোঃ আব্দুল

ওয়াদুদ ভূঁইয়া যেমন উল্লেখ করেছেন, “আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবির প্রতি আইয়ুব শাসনের নীতি ছিল সর্বাত্মক দমন-পীড়নের একটি। এটি আবারও দেখায় যে শাসনব্যবস্থা রাজনৈতিক দাবিতে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে **Ayub Khan** claimed that Six Point Plan would create a sovereign Bengal which will put Bengali Muslims under the domination of ‘Caste Hindus’ in West Bengal. Comparing the situation of Pakistan with the US before the Civil Wars in 1860s, he called Sheikh Mujib as separatist and destructionist. The self-proclaimed(স্বঘোষিত) President of Pakistan warned Sheikh Mujib of ‘horrible consequences’ if failed to eliminate the idea of provincial autonomy. .আইয়ুব খান দাবি করেছিলেন যে ছয় দফা পরিকল্পনা একটি সার্বভৌম বাংলা তৈরি করবে যা পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের ‘বর্ণ হিন্দুদের’ আধিপত্যের অধীনে রাখবে। 1860-এর দশকে গৃহযুদ্ধের আগে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের পরিস্থিতির তুলনা করে তিনি শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং ধ্বংসাত্মক বলে অভিহিত করেন। পাকিস্তানের স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ধারণা পরিহার করতে ব্যর্থ হলে শেখ মুজিবকে 'ভয়াবহ পরিণতি' সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।

Monem Khan, the infamous governor of East Pakistan, had publicly stated that “as long as I remain as the governor of this province, I will see to it that Sheikh Mujibur Rahman remains in chains”.
A fearless Sheikh Mujibur Rahman was quick to respond to such false accusations and vile threats. In a public gathering at Paltan Maidan, he thundered: “No amount of naked threats can distract the Bangalees from their demand for provincial autonomy based on their six-point plan”. Sheikh Mujibur Rahman, along with top leaders of the Awami League, kept on addressing numerous public meetings in then East Pakistan. The entire Awami League and the East Pakistan Students’ League (EPSL), its student front, were gathered toward motivating the general masses in favour of self-government and autonomy.পূর্ব পাকিস্তানের কুখ্যাত গভর্নর মোনেম খান প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে "যতদিন আমি এই প্রদেশের গভর্নর হিসাবে থাকব, আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে শৃঙ্খলে আটকে রাখতে দেখব"।একজন নির্ভীক শেখ মুজিবুর রহমান এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগ ও জঘন্য হুমকির জবাব দিতে তৎপর ছিলেন। পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশে তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন: “কোন প্রকার নগ্ন হুমকি তাদের ছয় দফা পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে বঞ্চিত বাঙালিদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না”। বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ চ্যাম্পিয়ন শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কোণায় কোণায় অসংখ্য জনসভায় ভাষণ দিতে থাকেন। সমগ্র আওয়ামী লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান স্টুডেন্টস লিগ (ইপিএসএল), এর ছাত্র ফ্রন্ট, স্ব-শাসন ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে সাধারণ জনগণকে সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিল।

The six-point formula also shook the foundation of the Islamic Republic of Pakistan. The six-point plan had exposed the fact that the real intention of Pakistan’s ruling was to “strengthen” the central government, but not Pakistan. Sheikh Mujib

repeatedly said in several public meetings that the people of Pakistan had always desired to have a “strong Pakistan”, not a “strong central government”. However, the ruling sector of Pakistan was not at all interested in dealing or negotiating with the Awami League on the issue of provincial autonomy even though Sheikh Mujibur Rahman had publicly stated that he was willing to negotiate his six-point plan with anyone in good faith. The rulers of Pakistan started using repressive tactics (দমনমূলক কৌশল) to suppress (দমন) the six-point movement.ছয় দফা সূত্র ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তানের ভিতও কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ছয় দফা পরিকল্পনাটি এই সত্যটি উন্মোচিত করেছিল যে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর আসল উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকারকে "শক্তিশালী" করা, তবে পাকিস্তান নয়। শেখ মুজিব একাধিক জনসভায় বারবার বলেছিলেন যে পাকিস্তানের জনগণ সবসময় একটি "শক্তিশালী পাকিস্তান" চায়, একটি "শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার" নয়। যাইহোক, পাকিস্তানের শাসক মহল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ইস্যুতে আওয়ামী লীগের সাথে মোকাবিলা বা আলোচনায় মোটেও আগ্রহী ছিল না যদিও শেখ মুজিবুর রহমান প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে তিনি তার ছয় দফা পরিকল্পনার বিষয়ে সরল বিশ্বাসে যে কারো সাথে আলোচনা করতে ইচ্ছুক। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি অর্থপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হয়। পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকরা ছয় দফা আন্দোলনকে দমন করার জন্য দমনমূলক কৌশল অবলম্বন করতে থাকে।

The impact of the six-point movement

Sheikh Mujibur Rahman had not only presented the bold proposal for “maximum autonomy” but also launched a mass movement (which he himself led till he was put in jail on May 9, 1966) for mobilising mass support for the six-point program. He invested all of his energies and resources to spread the fundamental message, and point out both the theory and the justification of “maximum autonomy” for East Pakistan.শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র "সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসনের" সাহসী প্রস্তাবই পেশ করেননি, ছয় দফা কর্মসূচির পক্ষে গণসমর্থন জোগাড় করার জন্য একটি গণআন্দোলন (যার নেতৃত্বে তিনি নিজেই 9 মে, 1966 সালে তাকে কারাগারে বন্দী করা পর্যন্ত) শুরু করেছিলেন। তিনি মৌলিক বার্তা প্রচারে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য "সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন" এর যৌক্তিকতা এবং ন্যায্যতা উভয়ই প্রকাশ করার জন্য তার সমস্ত শক্তি এবং সম্পদ বিনিয়োগ করেছিলেন।

However, before launching a mass movement for realising his six-points, Sheikh Mujib had initiated some strategic intra-party measures. For example, The working committee of the party was restructured and revamped in the historic Council Session of the East Pakistan Awami League (EPAL), that was held on March 18-20, 1966. While Sheikh Mujibur Rahman and Tajuddin Ahmed were unanimously elected the president and general secretary, respectively, of the newly rebuilt Awami League,

the proposed six-point program was also fully endorsed by the council session.. Indeed, the six-point movement had instantly gained mass support throughout East Pakistan. The entire nation was awaken throughout **February-March-April-May-June, 1966**. যাইহোক, তার ছয় দফা বাস্তবায়নের জন্য গণআন্দোলন শুরু করার আগে শেখ মুজিব কিছু কৌশলগত আন্তঃদলীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৬ সালের ১৮-২০ মার্চ অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের (EPAL) ঐতিহাসিক কাউন্সিল অধিবেশনে পার্টির ওয়ার্কিং কমিটি পুনর্গঠন ও পুনর্গঠন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাজউদ্দীন আহমদ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। সদ্য পুনর্গঠিত আওয়ামী লীগের যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, প্রস্তাবিত ছয় দফা কর্মসূচিও কাউন্সিল অধিবেশনে পূর্ণ সমর্থন করে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর হতাশার জন্য, ছয় দফা সূত্রটি আওয়ামী লীগের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। প্রকৃতপক্ষে, ছয় দফা আন্দোলন তাৎক্ষণিকভাবে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন অর্জন করেছিল। 1966 সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ-এপ্রিল-মে-জুন জুড়ে সমগ্র জাতি উদ্বেলিত ছিল।As noted by Dr. Talukder Maniruzzaman: “To say that this (six-point) program evoked tremendous enthusiasm (উৎসাহ) among the people of East Bengal would be an understatement. Encouraged by overwhelming popular support, Sheikh Mujib convened a meeting of the AL Council (March 18-20, 1966) in which his program was unanimously approved and he was elected president of the (Awami League) party. For about three months (from mid-February to mid-May), the urban centers of East Bengal seemed to be in the grip of a 'mass revolution,’ prompting the central government **to arrest Sheikh Mujib and his chief lieutenants** (Tajuddin Ahmed, Mansoor Ali, Zahur Ahmed Chowdhury, and others) under the (infamous) Defense of Pakistan Rules, and put down a complete general strike in Dacca (June 7, 1966) by **killing 13 participating strikers** . যেমনটি ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামান লিখেছেন: “এই (ছয়-দফা) কর্মসূচি পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনা জাগিয়েছিল তা বলাটা একটা ছোটখাটো কথা হবে। . অপ্রতিরোধ্য জনসমর্থনের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে, শেখ মুজিব AL কাউন্সিলের (মার্চ 18-20, 1966) একটি সভা আহ্বান করেন যেখানে তার কর্মসূচি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় এবং তিনি (আওয়ামী লীগ) দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। ছাত্র লীগের সংগঠকদের নিয়ে শেখ মুজিব তখন একটি জোরালো প্রচারণা শুরু করেন। প্রায় তিন মাস ধরে (ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি) পূর্ব বাংলার নগর কেন্দ্রগুলি 'গণবিপ্লবের' কবলে পড়েছিল, যা কেন্দ্রীয় সরকারকে শেখ মুজিব এবং তার প্রধান লেফটেন্যান্টদের (তাজউদ্দিন আহমেদ,) গ্রেপ্তার করতে প্ররোচিত করেছিল। মনসুর আলী, জহুর আহমেদ চৌধুরী এবং অন্যান্যরা (কুখ্যাত) ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুলসের অধীনে এবং ১৩ জন অংশগ্রহণকারী স্ট্রাইকারকে হত্যা করে ঢাকায় সম্পূর্ণ সাধারণ ধর্মঘট নামিয়ে দেন

Supress and repression (দমন)

Instead of dealing fairly with the neglected eastern province of Pakistan, the power of Pakistan took a deliberate decision to suppress (দমন) the Bangalees’ quest for maximum provincial autonomy through the use of colonial types of repressive

methods and procedures. Obviously, Sheikh Mujibur Rahman became the main target of harassment, intimidation and fraudulent cases. The government emphasized its policy of repression him and his followers. For example, while Sheikh Mujibur Rahman was touring various districts in April 1966, he was repeatedly arrested in almost all important places on flimsy and fraudulent charges.পাকিস্তানের অবহেলিত পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের ন্যায্য অভিযোগের সাথে ন্যায্যভাবে মোকাবিলা করার পরিবর্তে, পাকিস্তানের ক্ষমতার অভিজাতরা ঔপনিবেশিক ধরনের দমনমূলক পদ্ধতি ও পদ্ধতি ব্যবহার করে সর্বাধিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য বাঙালিদের প্রচেষ্টাকে দমন করার একটি ইচ্ছাকৃত সিদ্ধান্ত নেয়। স্পষ্টতই, শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন ভয়ঙ্কর হয়রানি, ভয়ভীতি এবং প্রতারণামূলক মামলার প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। সরকার তার এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের নীতিকে আরও জোরদার করে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে শেখ মুজিবুর রহমান যখন বিভিন্ন জেলা সফর করছিলেন, তখন প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানেই তুচ্ছ ও প্রতারণামূলক অভিযোগে তাকে বারবার গ্রেফতার করা হয়।

Dr. Anisuzzaman, a literary figure of Bangladesh, has summarised the nature of the repressive measures which Sheikh Mujibur Rahman had to confront and endure for starting and sustaining the historic six-point movement at a critical juncture of our history: “During that period (from the middle of February through May 9, 1966), there was hardly any place where Sheikh Mujib was not arrested (on false charges) for addressing public meetings to enlist mass support in favour of the six-point program. Today in Jessore, tomorrow in Khulna, day after tomorrow in Rajshahi,and on the following days in Sylhet, Mymensingh, and Chittagong. Once he was released on bail in one place, he rushed to another place. He had no time to waste. The only time wasted was in the process of posting bail for his release. Arrested again, and being released on bail once again, and then immediately move to another place to address the public meetings (Anisuzzaman, Bangabandhu in the Context of History, in Mreetoonjoyee Mujib--Immortal Mujib, Dhaka; Bangabandhu Parishad, 1995, pp.11-12)”. **The Daily Ittefaq**, the most popular Bangla newspaper of the then eastern province of Pakistan, was shut down, its press was seized, and its editor, Tofazzal Hossain (Manik Mia),was put in jail. Yet, the repressive police forces could not supress the six-point movement.

Dr. M.Rashiduzzaman summarised the significance of the six-point program: **“The climax of the Awami League demand for autonomy came in March 1966 when Sheikh Mujibur Rahman put forward his Six-Point Program.**

বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টর আনিসুজ্জামান, আমাদের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন শুরু ও টিকিয়ে রাখার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে যে দমনমূলক পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে হয়েছিল এবং সহ্য করতে হয়েছিল তার

প্রকৃতি সংক্ষিপ্ত করেছেন: “সেই সময়কালে (ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে 9 মে, 1966 পর্যন্ত), এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে শেখ মুজিবকে ছয় দফা কর্মসূচির পক্ষে গণসমর্থন আদায়ের জন্য জনসভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য (মিথ্যা অভিযোগে) গ্রেপ্তার করা হয়নি। আজ যশোরে, আগামীকাল খুলনায়, পরশু রাজশাহীতে এবং পরের দিন সিলেট, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে। এক জায়গায় জামিনে ছাড়া পেয়ে অন্য জায়গায় ছুটে যান। তার সময় নষ্ট করার মতো সময় ছিল না। তার মুক্তির জন্য জামিন পোস্ট করার প্রক্রিয়ায় শুধু সময় নষ্ট হয়। আবার গ্রেফতার হন, আবার জামিনে মুক্তি পান, এবং তারপর জনসভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য অবিলম্বে অন্য জায়গায় চলে যান (আনিসুজ্জামান, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু, মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব--অমর মুজিব, ঢাকা; বঙ্গবন্ধু পরিষদ, 1995, পৃ. 11-12)"। তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলা পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাক বন্ধ করে দেওয়া হয়, এর প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং এর সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেনকে (মানিক মিয়া) কারাগারে বন্দী করা হয়। তারপরও দমন-পীড়নকারী পুলিশ বাহিনী ছয় দফা আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে থামাতে পারেনি। পাকিস্তানের রাজনৈতিক উন্নয়নে আওয়ামী লীগের ভূমিকা সম্পর্কে তার মৌলিক মূল্যায়নে ড. এম. রশিদুজ্জামান ছয় দফা কর্মসূচির তাৎপর্য তুলে ধরেন। : “আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য আওয়ামী লীগের দাবির চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছিল ১৯৬৬ সালের মার্চে যখন শেখ মুজিবুর রহমান তার ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করেন।

The **impact** of the six-point demand of the Awami League was felt far and wide. The central government (of Pakistan) dubbed it as a demand for the separation of the Eastern wing from the rest of the country.On June 7, 1966, there was a province-wide hartal (strike) in East Pakistan sponsored by the Awami League fot the demands of the six-point program. Sheikh Mujibur Rahman, along with several lieutenants, was again put into prison. (Sheikh Mujib was put in jail in early May, 1966). The government also blamed ‘foreign interests' in the agitation led by the six-pointers -- After about a year, several East Pakistani civil servants and military officers were arrested . Eventually, the so-called **‘Agartala Conspiracy case’** was initiated against Sheikh Mujibur Rahman and 31 others for **alleged high treason(**উচ্চ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে **)**

আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবির প্রভাব দূর-দূরান্তে অনুভূত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার (পাকিস্তানের) এটিকে দেশের বাকি অংশ থেকে পূর্ব শাখাকে আলাদা করার দাবি হিসাবে অভিহিত করে এবং একটি প্রচার প্রচারণা শুরু করে যা একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের আহ্বান জানায় এবং স্বায়ত্তশাসিতদের নিন্দা করেছিল। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন, ছয় দফা কর্মসূচিতে মূর্ত দাবিগুলোকে চাপ দিতে আওয়ামী লীগের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব পাকিস্তানে প্রদেশব্যাপী হরতাল (হরতাল) হয়। শেখ মুজিবুর রহমানসহ কয়েকজন লেফটেন্যান্টকে আবার কারাগারে বন্দী করা হয়। (শেখ মুজিবকে 1966 সালের মে মাসের প্রথম দিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল)। ছয় দফার নেতৃত্বে আন্দোলনে সরকার 'বিদেশি স্বার্থ'কেও দায়ী করে -- প্রায় এক বছর পর, বেশ কয়েকজন পূর্ব পাকিস্তানী বেসামরিক কর্মচারী এবং সামরিক কর্মকর্তাকে এই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় যে

তারা সহিংস উপায়ে পূর্ব শাখাকে আলাদা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। ভারতের সাথে যোগসাজশ। অবশেষে, কথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য 31 জনের বিরুদ্ধে উচ্চ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে শুরু করা হয়

Dr. Rounaq Jahan summarised the hostile reactions of other political parties to the six-point formula: “The six-point demand not only split the Awami League but also made it difficult for the East Pakistan wing to form an alliance with any other West Pakistan-based party. The CML (Council Muslim League) decried the six points as a demand for confederation, not federation; the Jama’at-i-Islami branded it as a separatist design; the Nizam-i-Islam rejected it as a unilateral, dictatorial move on Mujib’s part; and the NAP (National Awami Party) dismissed it on the grounds that it was parochial and did not include any measures to free East Pakistan from imperialists agents." Yet, Sheikh Mujibur Rahman refused to be blackmailed or intimidated by the criticism of his six-point plan.তার বিখ্যাত বই, Pakistan: Failure in National Integration (The University Press, 1994, pp. 139-140), ডক্টর রওনাক জাহান সংক্ষিপ্তভাবে ছয় দফা সূত্রে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বৈরী প্রতিক্রিয়ার সংক্ষিপ্তসার করেছেন: “ছয় দফা দাবি শুধুমাত্র আওয়ামী লীগকে বিভক্ত করেনি বরং পূর্ব পাকিস্তান শাখার পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক অন্য কোনো দলের সাথে জোট গঠন করা কঠিন হয়ে পড়ে। সিএমএল (কাউন্সিল মুসলিম লীগ) ছয় দফাকে ফেডারেশন নয়, কনফেডারেশনের দাবি হিসেবে অস্বীকার করেছে; জামায়াত-ই-ইসলামি এটিকে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী নকশা হিসেবে চিহ্নিত করেছে; নিজাম-ই-ইসলাম একে মুজিবের পক্ষ থেকে একতরফা, স্বৈরাচারী পদক্ষেপ বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল; এবং ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) এটিকে প্রত্যাখ্যান করে এই কারণে যে এটি সংকীর্ণ ছিল এবং এতে পূর্ব পাকিস্তানকে সাম্রাজ্যবাদী দালালদের থেকে মুক্ত করার কোনো ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" তবুও, শেখ মুজিবুর রহমান তার ছয়জনের সমালোচনার দ্বারা ব্ল্যাকমেল বা ভয় দেখাতে অস্বীকার করেন। পয়েন্ট পরিকল্পনা।

In a press conference, Sheikh Mujibur Rahman had clearly said that since the proposed six -point demand was not at all designed to harm the common people of West Pakistan, the question of demanding a genuine “provincial autonomy” for East Pakistan based on the six-point formula “should not be misconstrued or dismissed as provincialism.”” সেই সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে প্রস্তাবিত ছয় দফা দাবি যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের ক্ষতি করার জন্য তৈরি করা হয়নি, তাই প্রশ্নটি ছয় দফা সূত্রের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি সত্যিকারের "প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন" দাবি করা "প্রাদেশিকতা বলে ভুল ব্যাখ্যা করা বা খারিজ করা উচিত নয়।”

On his return to Dhaka on February 11, 1966, Sheikh Mujibur Rahman provided

further clarification on his six-point formula in a press conference. He explained why he had disassociated himself from the All-Party conference in Lahore. . He said that it was not at all possible for him or his party to “betray the genuine interests” of the aggrieved and deprived people of East Pakistan.11 ফেব্রুয়ারি, 1966 তারিখে ঢাকায় ফিরে শেখ মুজিবুর রহমান একটি প্রেস কনফারেন্সে তার ছয় দফা সূত্র সম্পর্কে আরও স্পষ্টীকরণ প্রদান করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন তিনি লাহোরে সর্বদলীয় সম্মেলন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত ও বঞ্চিত জনগণের "প্রকৃত স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা" করা তার বা তার দলের পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়।

He emphasised that the immediate adoption and implementation of his six-point formula "will be helpful to bring up durable relationship between the two provinces of Pakistan." In a press conference on February 14, 1966, he also repeated what he had uttered in his Lahore press conference: that the "the question of autonomy appears to be more important for East Pakistan after the 17-day war between Pakistan and India.তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তার ছয় দফা সূত্রের অবিলম্বে গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন "পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।" 14 ফেব্রুয়ারী, 1966-এ একটি প্রেস কনফারেন্সে, তিনি তার লাহোর প্রেস কনফারেন্সে যা বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন: "পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে 17 দিনের যুদ্ধের পরে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি আরও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।The six-point plan had exposed the fact that the real intention of Pakistan's ruling elite was to “strengthen” the central government, but not Pakistan. He repeatedly said in several public meetings that the people of Pakistan had always desired to have a “strong Pakistan,” not a “strong central government.” ছয় দফা পরিকল্পনা এই সত্যকে উন্মোচিত করেছিল যে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর আসল উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকারকে "শক্তিশালী" করা, পাকিস্তান নয়। তিনি বারবার বেশ কয়েকটি জনসভায় বলেছিলেন যে পাকিস্তানের জনগণ সর্বদা একটি "শক্তিশালী পাকিস্তান" চাই, "শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার" নয়।However, the rulers of Pakistan was not at all interested in dealing or negotiating with the Awami League on the issue of provincial autonomy even though Sheikh Mujibur Rahman had publicly stated that he was willing to negotiate his six-point plan with anyone in good faith, provided a meaningful autonomy was ensured for East Pakistan. The autocratic rulers of Pakistan started using repressive tactics to suppress the six-point movement.যাইহোক, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ইস্যুতে আওয়ামী লীগের সাথে মোকাবিলা করতে বা নেতিবাচক আচরণ করতে মোটেও আগ্রহী ছিল না যদিও শেখ মুজিবুর রহমান প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে তিনি তার ছয় দফা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক। বিশ্বাস, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি অর্থপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হয়েছিল। পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকরা ছয় দফা আন্দোলনকে দমন করার জন্য দমনমূলক কৌশল অবলম্বন করতে থাকে।

The imprisonment of Sheikh Mujibur Rahman and other top Awami Leaguers in 1966 could not diminish the mass support for the six-point demand, even though the intensity of the movement could be suppressed. The policy of suppression of all forms of political freedoms and dissenting voices had miserably failed to halt the march of the long-term effects and future implications of the six-point movement.In fact, the many forms of governmental repression and the use of police violence against the organisers and participants of the six-point movement had motivated the general population of the then East Pakistan to render their full support for the six-point formula.
.ছয় দফা আন্দোলনের প্রভাব ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগের কারাবরণ আন্দোলনের তীব্রতাকে দমন করতে পারলেও ছয় দফা দাবির প্রতি গণসমর্থন কমাতে পারেনি। সব ধরনের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভিন্নমতের কণ্ঠকে দমন করার নীতি ছয় দফা আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও ভবিষ্যৎ প্রভাবের অগ্রযাত্রাকে থামাতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ছয় দফা আন্দোলনের সংগঠক ও অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের সরকারি দমন-পীড়ন এবং পুলিশের সহিংসতার ব্যবহার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণকে ছয় দফা সূত্রের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

The six-point movement had also far reaching effects on the subsequent political developments in the then Pakistan. As noted by Dr. M. Rashiduzzaman: “The entire weight of the party (the Awami League) was thrown in favour of the anti-Ayub movement, which spread throughout the country in the early months of 1969, and it is likely that the Awami League will play an even more active role in the future (M. Rashiduzzaman, The Awami League in the Political Development of Pakistan, Asian Survey, Vol. 10, No. 7, July, 1970; pp. 574-587).” In fact, the success of the six-point movement had prompted the arrogant and debased Ayub Khan’s dictatorial regime to falsely implicate him in the Agartala Conspiracy case. However, an anti-Ayub mass movement in late 1968 and early 1969 led to the withdrawal of the so-called the case and unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman.
About the impact of the six-point program on the 11-point charter of the 1969 student-mass movement, Dr. Rashiduzzaman observed:ছয় দফা আন্দোলন তৎকালীন পাকিস্তানের পরবর্তী রাজনৈতিক উন্নয়নেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। ডক্টর এম. রশিদুজ্জামান যেমন উল্লেখ করেছেন: “দলের (আওয়ামী লীগের) সমগ্র ওজন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের পক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, যা ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সম্ভবতঃ আওয়ামী লীগ ভবিষ্যতে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে (এম. রশিদুজ্জামান, পাকিস্তানের রাজনৈতিক উন্নয়নে আওয়ামী লীগ, এশিয়ান সার্ভে, খণ্ড 10, নং 7, জুলাই, 1970; পৃ. 574-587)। প্রকৃতপক্ষে, ছয় দফা আন্দোলনের সাফল্য অহংকারী ও হেয় প্রতিপন্ন আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যাভাবে ফাঁসানোর জন্য প্ররোচিত করেছিল। যাইহোক, 1968 সালের শেষের দিকে এবং 1969 সালের প্রথম দিকে আইয়ুব বিরোধী

গণ-আন্দোলনের ফলে তথাকথিত মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়।
1969 সালের ছাত্র-গণ-আন্দোলনের 11-দফা সনদে ছয় দফা কর্মসূচির প্রভাব সম্পর্কে ড. রশিদুজ্জামান পর্যবেক্ষণ করেন:

“For all practical purposes, the eleven-point student program was an expanded version of the Awami League's six- point demand for autonomy.” The saliency of the six-point movement in the then Pakistan politics is more evident in the following concluding remarks of Dr. M. Rashiduzzaman: “The real strength of the Awami League is not its organisational skill but the growing popularity of its (Six-Point) program for regional autonomy with the 70 million Bengalis in East Pakistan. We have already noted that a popular movement started in East Pakistan following the announcement of Awami League's six -point program, and the changing pattern of Pakistan politics has eventually led to what is undeniably a separatist movement. Even the stringent repressive measures and centralised administration can't halt the process (of separatism). As the champion of the cause of regional autonomy, the future of the Awami League lies in its capacity to sustain and strengthen the movement (M. Rashiduzzaman,The Awami League in the Political Development of Pakistan, Asian Survey, Vol. 10, No. 7, July, 1970; pp. 574 -587).”"সমস্ত ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে, এগারো দফা ছাত্র কর্মসূচি ছিল স্বায়ত্তশাসনের জন্য আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবির একটি সম্প্রসারিত সংস্করণ।" তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে ছয় দফা আন্দোলনের মূখ্যতা ড. এম. রশিদুজ্জামানের নিম্নলিখিত সমাপ্তি মন্তব্যে আরও স্পষ্ট: “আওয়ামী লীগের আসল শক্তি তার সাংগঠনিক দক্ষতা নয় বরং এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা (ছয়- পয়েন্ট) পূর্ব পাকিস্তানের 70 মিলিয়ন বাঙালিদের সাথে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য কর্মসূচি। আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানে একটি জনপ্রিয় আন্দোলন শুরু হয় এবং পাকিস্তানের রাজনীতির পরিবর্তিত বিন্যাস অবশেষে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের দিকে নিয়ে যায়। এমনকি কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীভূত প্রশাসন প্রক্রিয়াটি (বিচ্ছিন্নতাবাদের) থামাতে পারে না। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কারণের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে, আওয়ামী লীগের ভবিষ্যত তার আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখার এবং শক্তিশালী করার ক্ষমতার মধ্যে নিহিত রয়েছে (এম. রশিদুজ্জামান, পাকিস্তানের রাজনৈতিক উন্নয়নে আওয়ামী লীগ, এশিয়ান সার্ভে, খণ্ড 10, নং। 7, জুলাই, 1970; পৃ. 574 -587)।”

In the spring of 1966, Sheikh Mujibur Rahman launched his now famous six-point movement. The six-point demand -- especially attractive to the Bengali nationalist bourgeoisie -- was, to date, the most radical demand for East Pakistani autonomy. The six-point movement evoked widespread enthusiasm in East Pakistan. Mass

meetings and rallies held throughout the province by the East Pakistan. Awami League helped to renew the party organisation and the Awami-affiliated student party, the East Pakistan Student's League (EPSL). Predictably, the six-point movement broadened the Awami League's base of support in East Pakistan at the cost of West Pakistani support.

There were also more senior political leaders in other parties, including Maulana Bhasani, the founder of the Awami League, who vocally demanded provincial autonomy for East Pakistan. Being disgusted with West Pakistan’s colonial domination and exploitation of East Pakistan, Maulana Bhasani had uttered more than once "goodbye to West Pakistan” -- at least a decade earlier than the historic six-point movement. In fact, Maulana Bhasani was never willing to compromise on the issue of full provincial autonomy for the then East Pakistan. However, it was Sheikh Mujibur Rahman's fearlessness and relentlessness that gave a more concrete shape to the autonomy movement in the then East Pakistan.

the six-point movement was the precursor of the following momentous events:

1. the removal of the infamous Provincial Governor Monem Khan
2. the sudden collapse of Ayub Khan's dictatorship
3. the rise of Yahya Khan's diabolical regime
4. the General Elections in 1970 on the basis of adult franchise
5. the landslide victory of the Awami League in the general elections
6. the spectacular rise of Sheikh Mujibur Rahman as the sole spokesperson of the Bengali speaking people of the then Pak istan
7. the nine-month long liberation war in 1971 under the leadership of the Awami League
8. finally the emergence of Bangladesh as an independent nation-state on December 16, 1971.

Conclusion

Doubtless, these events were milestones in the history of Bangladesh's struggle for freedom and independence.There is no doubt that Sheikh Mujibur Rahman would have remained a top Awami League leader even in the absence of a bold provincial

autonomy plan in the form of the six-point formula. Had there been no six- point movement in 1966, there is every doubt that the Agartala Conspiracy case would have been hatched against Sheikh Mujib at that particular time. Had there been no Agartala Conspiracy case, the student-mass movement of 1969 may not have taken place. Thus, the six-point movement, Agartala Conspiracy case, and the 1969 student-mass movement had provided the emergence of Sheikh Mujib as **Bangabandhu (Friend of Bengal).**Subsequently, the people of the then eastern province of Pakistan had vested their full trust in their Bangabandhu in the general elections of 1970, that made this extraordinary man their leader. Indeed, it was Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who had lead Bangladesh's struggle for independence. The timing, first for framing six-point formula, and then launching a nationalistic movement for realising the goals of six-point formula, was crucially important.